জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

চ্যবনপ্রাশ /১ সের (৮০ তোলা) ১০৲

বাতের তৈল প্রতি শিশি ২॥০ টাকা

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন ও কবিরাজ শ্রীআদ্যাপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, কবিরঞ্জন

সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৫ই ভাদ্র বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 22nd Aug. 1951 { ১৫শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

সেই দিন আর এই দিন

—০—

চারি বৎসর পূর্ব্বে এই আগষ্ট মাসে যখন দেশ স্বাধীন হইল বলিয়া হৈ চৈ আরম্ভ হইল, তখন দেশের আপামর সাধারণ লোকেই ভাবিল—কংগ্রেসের আওতায় যে সব খদ্দরধারী গান্ধী-টুপি পরা মানবগুলি থাকে, তাহাদের ছোট বড় বীর সবাই ইংরাজ পরিত্যক্ত দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এরাও তখন এই শতকরা আশী জন নিরক্ষর অধ্যুষিত দেশে ভেড়ার দলে বাছুরের মত বিক্রমশালী হইয়া রামরাজ্যে নল-নীল-গয়-গবাক্ষের মত পরাক্রম জাহির করিতে লাগিল। যে কংগ্রেসী কোন কালেও খদ্দর ব্যবহার করে নাই, সেও খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের জামা পরিয়া গান্ধীজীর মত এক টুপি মাথায় দিয়া তবে বাড়ীর বাহির হইতে আরম্ভ করিল। এই পোষাকে তাহার রূপ কেমন খুলিয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য পানের দোকানের বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া দোকানদারের সঙ্গে কাঁচি সিগারেটের দর যাচাই করিতে করিতে সেই জনমনোহারী ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিখানি দেখিয়া লইবার সুযোগও ছাড়িল না। নিজের মাতৃভাষা অপেক্ষা কলিকাতা বা নদীয়ার ভাষা শ্রুতিমধুর ভাবিয়া সেই ভাষাই অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। বিড়ি অসভ্যতা ভাবিয়া সীজার সিগারেট খাইয়া স্বদেশ ভক্তির চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিল। মাতৃভাষা—কলিকাতা ও নদীয়ার উচ্চারণ সংমিশ্রণে যে হাস্যকর ভাষায় পরিণত হয়, তাহা শুনিলে "তাবচ্চ শোভতে "—" যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে" এই শ্লোকাংশ মনে পড়ে। ইহাদের প্রত্যেককে দেখিলেই মনে হইত ইনিই যেন দেশ শাসনের বড় কর্ত্তা। কংগ্রেসী বিক্রম আমাদের নজরে প্রথমে পড়িল—কংগ্রেস অফিসের সম্মুখস্থ পথে। "লড়কে লেঙ্গে" সম্প্রদায়ের লোক ঘোড়ার পিঠে ছালা বোঝাই করিয়া ধান চাল বোঝাই দিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, তাহাদের অনেকে মাল শুদ্ধ ঘোড়া সমেত আটকান রহিয়াছে। কংগ্রেসের কর্ত্তা ব্যক্তিরা কতরূপ ভঙ্গীর সঙ্গে ইহাদের প্রতি যাত্রার দলের ভীমের মত বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগ করিতেছে। অনেকক্ষণ আটক থাকিয়া পরে ছাড়ান পাইল। কোন্ দোষেই বা আটক হইল, আর কোন্ গুণেই বা খালাস পাইল, তাহা এই হুজুর বাহাদুররাই জানে, আর জানে কিন্তু বলিতে পারে না ঘোড়াওয়ালারা।

সরকারী বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের উপর দহরম মহরম দেখিয়া লোকে এদের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মনে করিত। থানায় গেলেই দারোগা বাবু আগেই নমস্কার করিয়া চেয়ার আনিয়া বসিতে দিতেন। হাকিম বাবুর খাস কামরায় বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প গুজব, হা হা হি হি হাসিয়া ইহারা নিজেদের যোগ্যতা ও শক্তির জীবন্ত প্রমাণ দেখাইয়া সাধারণ লোকের ত্রাসের সঞ্চার করিত। ইহাদের জেলার কর্ত্তা, মহকুমার কর্ত্তা, ইউনিয়নের কর্ত্তা অনেকেরই গুণাগুণ ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ক্রমে দেশের লোক বুঝিল এই সব নেতারা 'নেতা হায় দেতা নেহি"। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির উপর কর্তৃত্ব চালাইতে গিয়া থাবড়া খাইতে লাগিল। লোকে তখন ইহাদের বীরত্বকে যাত্রার দলের ভীমের তুলো পোরা গদার মত অন্তঃসার শূন্য বলিয়া বুঝিতে পারিল।

নিজেরাও ক্ষমতার "ম্যাচ" খেলিতে গিয়া দলাদলি সৃষ্টি করিল। কেহ কেহ নিজের ব্যক্তিত্ব দেখাইবার জন্য প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী বলিয়া সদলে দুর্জ্জয়লিঙ্গে আরোহণ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অনাস্থার সম্মুখীন হইলেন। যেমন উত্থান তেমনি পতন। আদেশ হইল দূরীভব। কংগ্রেস আপিসে পড়িল তালা। যাহাদের গুরুগম্ভীর বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে কাণে তালা লাগিত, আজ কাণের তালা ছুটিয়া লোহার তালা লাগিল আপিসে। হায়রে গত কালকের "বনমালী" আজ বোনা বলিয়া পরিচিত হইল! আপিসে বসিয়া এক পেয়ালা চা বা দুটো সিগারেট খাইবার অধিকারেও আজ বঞ্চিত। নেমকহারাম দেশ আর কা'কে বলে! তবুও সদা সপ্রতিভ স্বভাব যাবে কোথা? সানুগতবেষ্টিত হইয়া আস্ফালনের ত্রুটি নাই। এদের এই ব্যাপার দেখিয়া মজুমদার মশায়দের কুকুর আর বিড়ালের পুরাতন গল্প মনে পড়ে। মজুমদার মশায়দের এক বিড়াল ছিল, একটী কুকুরও ছিল। বিড়ালটী মজুমদার মশায়ের মায়ের কাছে কাছে ঘুরিত। তার সঙ্গে আসনে বসিত। কুকুর অস্পৃশ্য জীব বলিয়া উঠানেই বসিয়া থাকিত। সে দুয়ার গোড়ায় এলেই তাকে দূর্ দূর্ ছেই, ছেই, ক'রে উঠতো সবাই। প্রভুভক্ত কুকুরের এই দশা, আর চোকের আড় হ'লেই দুধ মাছ খেয়ে ফেলে সেই বিড়াল বিছানায় স্থান পায়, এমন কি কোলেও উঠে। কুকুরের দশা দেখিয়া বিড়ালটী কেবল হাসে।

একদিন ভয়ঙ্কর বৃষ্টি। বিড়ালটী গিন্নীর তোশকের উপর আরামে বসিয়া আছে। কুকুর উঠানে ভিজিতেছে। বিড়াল ব্যঙ্গ করিয়া কুকুরকে বলিল—

পা ভিজছে, মাথা ভিজছে,
ভিজছে সকল গা,
আমি কেমন বসে আছি
মজুমদারের মা!

এক মুঠো এঁটো ভাত খেয়ে প্রভুর বাড়ী পাহারা দেয়, এমন বিশ্বস্ত কুকুর নীরবে এই ব্যঙ্গ সহ্য করিল। মজুমদারের মা হবিষ্যি করবার জন্য একটু ঘী, একটু দুধ, একটু দই রেখে, যেই ঘরের মধ্যে গেছেন, বিড়াল তার দুধটুকুতে মুখ দিয়ে চুক্ চুক্ করে খেতে আরম্ভ করেছে। মজুমদার গিন্নী স্বচক্ষে তা' দেখে, বিড়ালটীর গলায় দড়ি বেঁধে নদী পারে ফেলে দিবার হুকুম দিলেন। চাকর তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তা' দেখে কুকুরটী বলছে—

হাত ছুঁড়ছে পা ছুঁড়ছে
মরছে মাথা খুঁড়ি।
মজুমদারের মায়ের আজ
গলায় কেন দড়ি?

সদা সপ্রতিভ বিড়াল তখন উত্তর দিল—

পাপ কল্লাম, তাপ কল্লাম
ধর্ম্মে দিলাম মন।
তুলসীমালা গলায় দিয়ে
চল্লাম বৃন্দাবন।

আজ কংগ্রেসত্যাগী ও কংগ্রেসত্যক্ত উভয় দলই ধর্ম্মে দিলেন মন। সদা সপ্রতিভের অপমান নাই। ট্যাণ্ডন ও নেহেরু উপাখ্যানে ও উভয়ের গুপ্ত পৃষ্ঠপোষকদের স্বার্থপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়াও মনে হয় সেই দিন আর এই দিন। দেশ বিদেশী বানিয়ার হাত হইতে দেশী বানিয়ার হাতে পড়িয়াছে।

প্রথম দশ জনের নাম

গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম দশ জন ছাত্র ও স্কুলের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সুনীলকৃষ্ণ পাল (শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়— formerly সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউসন)
২। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (হিন্দু স্কুল)
৩। বিজনকুমার শীল (স্কটিশ চার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুল)
৪। জ্যোতিষকুমার ভট্টাচার্য্য (সিঙ্গুর মহামায়া এইচ, ই, স্কুল)
৫। প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (কুচবিহার জেনকিন্‌স্ স্কুল)
৬। নিত্যপ্রিয় ঘোষ (হিন্দু স্কুল)
৭। সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (চেতলা বয়েজ হাই স্কুল) এবং শৈবালকান্তি সেন (জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল)
৮। ভাস্করকুমার ঘোষ (মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউসন, ভবানীপুর) এবং অমিয়কুমার বাগচী (বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল)।

সর্প দংশনে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত চরকা গ্রামে একটী মুসলমান বালককে বিষধর সর্পে দংশন করে। বালকটী অল্পক্ষণ মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং ৭।৮ ঘণ্টা পর তাহার মৃত্যু হয়।

বিষ্ণুচন্দ্র শীল্ড প্রতিযোগিতা

যে কোন ফুটবল দলকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। প্রতিযোগিতার স্থলকে কেন্দ্র করিয়া সাত মাইলের বাহির হইতে আগত দলগুলির জন্য আহার ও বাসস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। প্রবেশ ফি তিন টাকা মাত্র। প্রবেশের শেষ তারিখ ২৮।৮।৫১ ইতি—

বিনীত—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ দাস, সম্পাদক।
পোঃ তাঁতিবিরল (মুর্শিদাবাদ)

স্থানীয়

তরিতরকারী ও মাছের বাজার

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে দুইটী বাজারে প্রত্যহ তরিতরকারী ও মাছ বিক্রয় হইয়া থাকে। এই দুইটী বাজারের মালিক হইতেছেন স্থানীয় শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের সেবাইতগণ ও নেহালিয়ার জমিদার শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়। বাজারের মালিকগণ নিজ নিজ অংশ ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইজারাদারগণ পালাক্রমে বাজারে বিক্রেতাগণের নিকট খাজনা ও তোলা আদায় করিয়া থাকেন। তোলার তরকারীর এক অংশ বাজারের মালিকগণ পান। মালিকগণ ইজারার টাকা এবং তোলার তরকারী লইয়া নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করেন। তাঁহারা বিক্রেতাগণের সুখসুবিধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। মালিকগণের দুই তরফের ভাবী উত্তরাধিকারিগণকে প্রত্যহ বাজারে দেখা যায় এবং তোলা তুলিবার সময় মাঝে মাঝে ইজারাদারের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কোন বিক্রেতা যেন বাদ না যায় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বিক্রেতাগণ মুক্ত আকাশের নীচে বসিয়া গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে পুড়ে এবং বর্ষায় জলে ভিজে কষ্ট পাইয়া থাকে। ইহা মালিকগণ দেখিয়াও দেখেন না। বহরমপুর, খাগড়া, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের বাজারে বিক্রেতাগণের বসিবার সুব্যবস্থা ও রৌদ্র, বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য টিনের চালা বা ছাদ দেওয়া আছে। তা ছাড়া রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের বাজারে বিক্রেতাগণের জন্য কোন প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা নাই। যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা একদিকে বেআইনী ও অন্য দিকে স্বাস্থ্যহানিকর। এখানকার দুইটী বাজারের এই সব অসুবিধার প্রতিকার জন্য আমরা স্থানীয় মহকুমা শাসক মহোদয় ও মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তরকারীর বাজারে ফড়িয়াদের অত্যাচার

জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জের বাজারে প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে উৎপন্নকারিগণ শাক, ঝিঙে, পটোল, কুমড়ো প্রভৃতি তরকারী, লঙ্কা, লেবু, কাঁচকলা বিক্রয় করিতে আসে। ইতিপূর্ব্বে ক্রেতাগণ তাহাদের নিকট হইতে আবশ্যকীয় তরকারী ক্রয় করিত। বর্ত্তমানে দুই বাজারেই কতকগুলি ফড়িয়া বাজারে উৎপন্নকারিগণ আসা মাত্র তাহাদের নিকট হইতে জিনিষগুলি ক্রয় করিয়া লইয়া গ্রাহকগণের নিকট অসঙ্গত মূল্য দাবী করিতেছে। এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে ছোট বড় সকল গৃহস্থই অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছেন। তার উপর এই সকল লোকের উপদ্রব গ্রহণের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিগণ মহামুস্কিলে পড়িয়াছে। এই ফড়িয়াগণ চাষ করে না, অন্য কোন স্থান হইতে জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনে না। শুধু বাজারে বসিয়া উৎপন্নকারিগণকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট হইতে অধিক মূল্য আদায় করে। ইহারা উৎপন্নকারী এবং গ্রাহক উভয়েরই অনিষ্টকারী। গ্রাহকগণ যাহাতে সরাসরি উৎপন্নকারিগণের নিকট হইতে জিনিষ ক্রয় করিতে পারেন তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য আমরা স্থানীয় মহকুমা শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

[পর পৃষ্ঠা ে

উদ্বন্ধনে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত দফরপুর গ্রামের সাকির সেখের কন্যা গলায় দড়ির ফাঁস লাগাইয়া লিচু গাছে ঝুলিয়া মারা গিয়াছে। আত্মহত্যার কারণ জানা যায় নাই।

প্রাপ্ত পত্র

শ্রীযুক্ত জঙ্গীপুর সংবাদের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আপনার বহু প্রশংসিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণী প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ম্মসূচী অনুযায়ী যথারীতি পালিত হইয়াছে। বিশেষভাবে বৃক্ষরোপণ, সূত্রযজ্ঞ ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ হইয়াছে। সকাল ৮৷৷০ ঘটিকায় মনিগ্রাম জি, পি, টি, স্কুলে মনিগ্রাম ইউনিয়নের সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী বিরাট জনসভা হয়। বৈকালে মনিগ্রাম বাসন্তীতলায় জি, পি, টি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব দরবেশ আলীর সভাপতিত্বে এবং মনিগ্রাম কংগ্রেস পঞ্চায়েতের সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুপ্রসন্ন গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরিচালনায় ও জি, পি, টি, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের সহযোগিতায় আর একটী বিরাট জনসভা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা দান করেন। জনসাধারণ কংগ্রেসের আনুগত্য স্বীকার করেন। উক্ত দুই সভাতেই ঋষি অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

মনিগ্রাম
তারিখ ১৭।৮।৫১

বিনীত
শ্রীহৃদয়রঞ্জন প্রামাণিক
অফিস সম্পাদক,
মনিগ্রাম কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ।

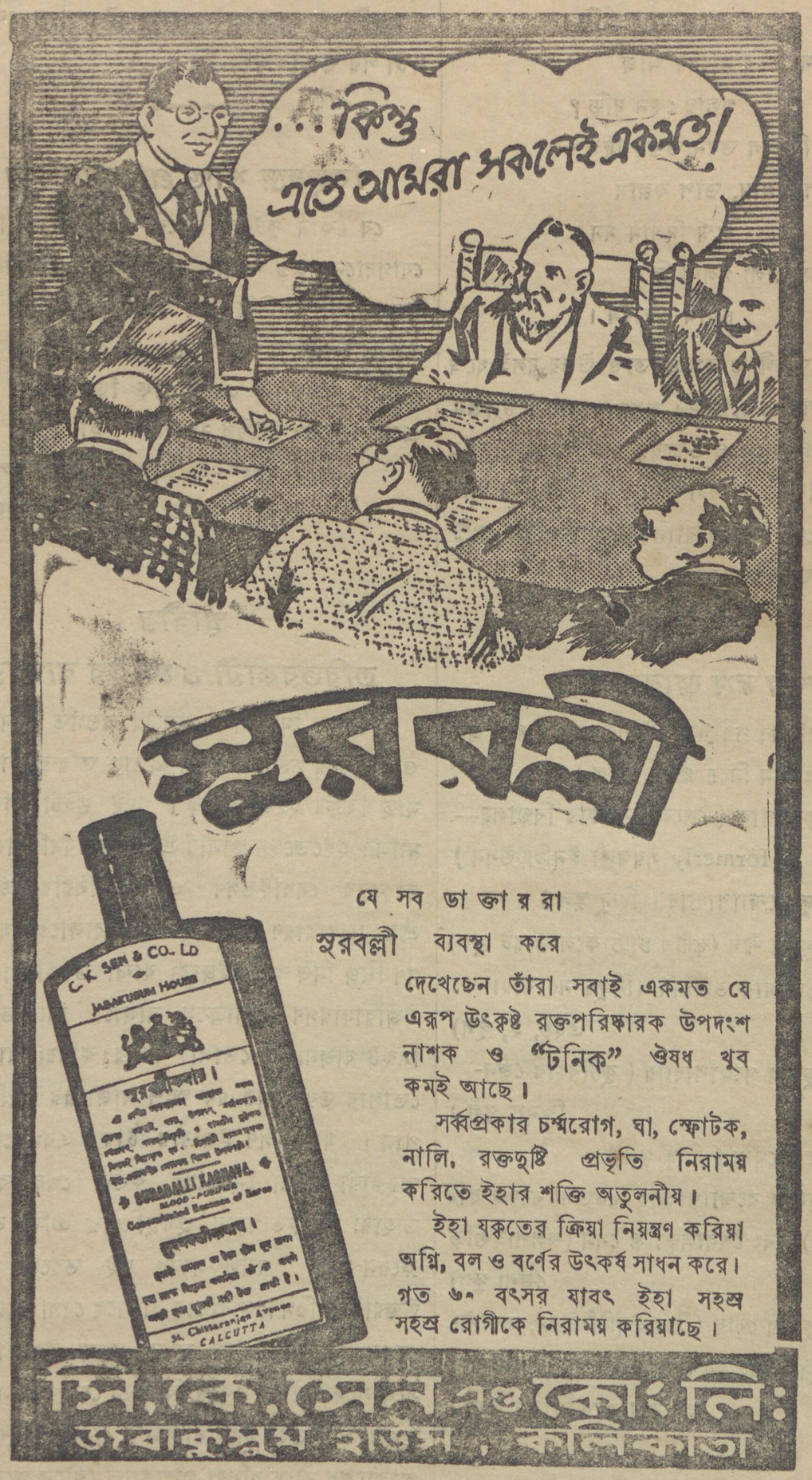

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত